ভোরের কাগজ

২৮/১০/২০০৩

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ... ৪.....

শিক্ষা

শিক্ষা ও সাক্ষরতা : বর্তমান প্রেক্ষাপট

অল্প কদিনের ব্যবধানে দেশে দুটি বিশেষ দিন পালিত হয়। ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের পর ১৭ সেপ্টেম্বর মহান শিক্ষা দিবসের জাতীয় কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য ছিল দেশের সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষাকে আরো ঢেলে সাজানোর পাশাপাশি সর্বস্তরে শিক্ষাকে অপরিহার্য হিসেবে দাঁড় করানো। কিন্তু বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা আসলে কতোটা এগুচ্ছে? স্বাক্ষর আর শিক্ষিতকে এক করে দেখলে বিগত বাজেট অধিবেশনে তৎকালীন সরকার দেশে ৬৪% হিসেবে যে শিক্ষিতের হারের স্বীকৃতি দিয়েছে– তা হয়তো যথার্থ। কিন্তু সত্যি করে বলতে গেলে দেশে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা এবং অনুপাত কতো এবং কোন মানদণ্ডে তা বিবেচিত হচ্ছে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে তা অবশ্যই এক দুর্ভাবনার বিষয়। বাস্তবে শিক্ষিত মানুষের দুর্দশা দেখলে আশঙ্কাটা আরো জোরালো হয়। সত্যিকার শিক্ষিত জনগোষ্ঠী নিশ্চিত করতে আমাদের অগ্রাধিকার করণীয় কি- সেটাই এখন ভাবিয়ে তুলেছে সবাইকে। আমাদের দেশের শিক্ষা পদ্ধতিতে অধিক সংখ্যক মানুষকে শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটলেও, প্রথাগত পদ্ধতিতেই হোক অথবা তার বাইরেই হোক উন্নতিকামী, সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তাকে চিহ্নিত করে দেশের সর্বসাধারণের জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পুরোপুরি সফলতা আসেনি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকর ক্ষমতা প্রসারিত হয়নি এবং এগুলোর প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নয়নের কাজও ব্যাহত হচ্ছে। আমাদের দেশের মানুষের বয়সের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, আগামী ১০ বছর ধরে এই অবস্থাই চলার আশঙ্কা রয়েছে। তাই সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে প্রচলিত মৌলিক শিক্ষার প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করাই যথেষ্ট নয়। বিদ্যমান সর্বোত্তম ব্যবস্থাদির ভিত্তিতে দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করতে হবে, যেন বর্তমান সমপদসীমা, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, শিক্ষাক্রম এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি অতিক্রম করে সকলের মৌলিক এবং শিক্ষার চাহিদা পূরণ করা যায় মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

আমাদের দেশের সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষার মূল চাহিদা পূরণের স্বার্থে, প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শিশু, কিশোর, যুবা, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার সুযোগকে প্রসারিত করার লক্ষ্যে আমরা দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি এবং সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য পূরণে নিম্নলিখিত কর্মসূচি ঘোষণা করছি:

- সবার জন্য শিক্ষার পটভূমিতে গণতান্ত্রিক সমাজ গঠন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে এবং মানসম্মত শিক্ষার দাবিতে তৃণমূল, জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অব্যাহতভাবে 'এডভোকেসি' এবং 'লবিং' করে যাওয়া।
- মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা গবেষণা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষন ক্ষেত্রে যথার্থ গুরুত্ব প্রদান করে এ খাতে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের জন্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকল মহলের কাছে জোর দাবি জানানো।
- জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে মোট বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন স্তরে, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সুষম আন্তরীণ বণ্টন সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল পর্যায়ে মৈত্রী বন্ধন এবং নেটওয়ার্কিং-এর মাধ্যমে জোরালো দাবি জানানো।
- সিডো, শিশু অধিকার সনদ এবং মানবাধিকার সনদের আলোকে সাংবিধানিক এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার রূপে প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়া।
- শিশু, কিশোর, যুবা ও বয়স্কসহ নানা বয়সের প্রতিবন্ধী নারী-পুরুষের শিক্ষার জন্য সবরকম প্রচেষ্টাকে শিক্ষার মূলধারার সঙ্গে সমন্বিত করার লক্ষ্যে যথোপযুক্ত কৌশল অবলম্বনসহ নীতিগত পরিবর্তন আনার উদ্যোগ গ্রহণে সরকার ও সকল প্রগতিশীল শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা।
- প্রতিবন্ধীদের জন্য গৃহীত শিক্ষা পরিকল্পনা, কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মূল স্রোতধারার আওতায় আনার জোর দাবি জানানো এবং এই লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়া।
- প্রাথমিক শিক্ষা আইনের ব্যাপক সংস্কারসহ সকল পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় স্কুল ব্যবস্থাপনা পর্ষদ ও অভিভাবক শিক্ষক এসোসিয়েশনের মাধ্যমে জনগণের অধিকতর অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং স্থানীয় সরকার ও প্রশাসনের ভূমিকাকে কার্যকর ও গতিশীল করার জন্য বিকেন্দ্রীভূত শিক্ষা ব্যবস্থাপনা নীতির সমর্থনে সরকারের ওপর অব্যাহতভাবে চাপ সৃষ্টি করে যাওয়া।
- শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষ করে শিক্ষাক্রম, শিক্ষা উপকরণ, প্রশিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার প্রতিটি স্তরে নারী-পুরুষ সমদর্শিতা প্রতিষ্ঠার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালানো।
- ভাসমান দরিদ্র জনগোষ্ঠী, শ্রমজীবী নারী-পুরুষ ও মেয়েশিশুর শিক্ষার সুযোগ প্রসারিত করার লক্ষ্যে উদ্ভাবনীমূলক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি উন্নয়নের প্রয়াস অব্যাহত রাখা।
- গণমুখী ও যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সকল প্রগতিশীল শক্তিকে সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংহতি দৃঢ়করণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার প্রয়াস নেওয়া।
- বাংলাদেশে বিরাজমান শিক্ষা ও সাক্ষরতা পরিস্থিতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচির জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সহায়ক সুপারিশমালা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা এবং তথ্য বিনিময়ের সব কৌশল ও মাধ্যম ব্যবহার করে সকল স্তরে এসব বিষয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে অবহিত করা।
- সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত সরকারি-বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার সকল প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়ার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানানোসহ এর সপক্ষে জনমত গড়ে তোলা এবং এ বিষয়ে সরকার ও সকল সংশ্লিষ্ট পক্ষকে সহায়তা প্রদান করা।
- ২০০৬ সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণে জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের প্রয়াস জোরদার করার সঙ্গে সঙ্গে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সরকার ও সকল প্রগতিশীল শক্তির সঙ্গে প্রয়োজনীয় সহায়তা করা।

গত ৮ সেপ্টেম্বর বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও উদযাপিত আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের এক অনুষ্ঠানে সাবেক প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমান বলেন, 'উন্নত বিশ্বের মতো আমাদের জাতি শিক্ষিত নয় বলে দেশে আজ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রয়োজন পড়ছে। যেখানে গণতন্ত্র ও শিক্ষা একে অপরের পরিপূরক হওয়া সত্ত্বেও সত্যিকারের শিক্ষিত ব্যক্তির অভাবের কারণে কর্তব্য, সচেতনতা ও দায়িত্ববোধের প্রতি আমরা অসচেতন। আর তার ভুক্তভোগী আজ সকলেই। তাই সর্বশেষ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আগামী ২০০৬ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

☐ সেলিম নজরুল